ভ্রাতৃত্ত

হিংসা- লোভ- যাকাত- গীবত

بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

এই মাকতুবটাতে দুইটি সমীক্ষা রয়েছে যার প্রথমটি আহলে ঈমানকে তার ভ্রাতৃত্বের ও ভালবাসার প্রতি আহ্বান করছে।

ঃ প্রথম আলোচনাঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ * اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ * وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই।- তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে। প্রতিহত করো তাই দিয়ে যা অধিকতর উৎকৃষ্ট, ফলে দেখো তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে ! শত্রুতা থাকলেও সে যেন ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু। যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (হুজরাত-১০) (ফুসিসলাত-৩৪) (আলে এমরান-১৩৪)

মু'মিনদের মধ্যে একগুয়েমী, কপটতা এবং ঈর্ষার কারণে যে দ্বিমুখী, অনৈক্যের ক্লেশ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা তৈরী হয় এগুলো বাস্তবিক ও বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে এবং সর্বোচ্চ বিবেকবান আইন ইসলামের দৃষ্টিতে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক জিন্দেগীর বিবেচনায় এগুলো নিকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত আচরণ। যা মু'মিনের অন্তরের জন্যে অনিষ্টকর ও ন্যায় বিচার বিরোধী। এবং মানবজীবনের জন্যে এক বিষাক্ত বিষ স্বরূপ। এই বাস্তবতার অনেক অনেক কারণ রয়েছে, এগুলো থেকে নিম্নে কেবল ছয়টি দিক আলোচনা করছি।

প্রথম কারণঃ "হ্যাঁ অবশ্যই, তুমি যে একজন মু'মিনের সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করচ্ছ, এটা হল বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একগুয়েমী, কপটতা এবং ঈর্ষা। আর এমনটি করা হল মারাত্মক জুলুম"। তোমাকেই বলছি, যেমন তুমি কোন জাহাজে আরোহীত বা ঘরের মধ্যে আবাসস্থ, তোমার সঙ্গে এক সাথে নয়টি নিস্পাপ মানুষের সাথে এবং একজন হত্যাকারীও রয়েছে। তুমি নিঃসন্দেহে জান যে, যদি কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজকে বা ঘরকে ডুবিয়ে দেয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে দেয়, তাহলে সে কি পরিমাণ বড় ও নিকৃষ্ট একজন জালিম বা অত্যাচারী হিসেবে তোমার বিবেচনায় সাব্যস্থ হবে । এমনকি তোমার বিবেক ও ইনছাফ এর দৃষ্টিতে তার এই অনিষ্টতার কারণে তুমি প্রচন্ড হাঁহাঁকারী হিসেবে হাঁহাঁকার করবে যা এতটাই বেশি হাঁহাকার হবে যেন আকাশের বাতিগুলো তোমার চিৎকারে জ্বলে উঠবে। এমনকি, কেবল একজন নিস্পাপ আর ৯ জন হত্যাকারীও যদি ঐ জাহাজে বা ঘরে হয় তাহলে দুনিয়ায় প্রথম এমন কোন আইন বা আদালত নেই যে, এই সন্ত্রাসী হত্যাকারীদের ডুবিয়ে বা পুড়িয়ে দেবার ন্যায় ধ্বংসাত্মক কাজের অনুমতি দিতে পারে।

একইভাবে, তুমিও একটি রাব্বানীয়্যাতের ঘরকে ও ইলাহিয়্যাতের জাহাজ সমতুল্য একজন মু'মিনের দেহের মধ্যে ঈমান ও ইসলামিয়্যাত ও তার সম্মান, আত্মীয়সুলভ নয়টা নয় বরং মু'মিনের মধ্যে বিশটি নিস্পাপ গুণের অধিকারী থাকার পরও, যদি একজন হত্যাকারী অপরাধীর প্রতি তোমার মন্দ ও বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কের কারনের

ন্যায় এত পবিত্র গুণের মধ্যে নয়টা নয় একটি মন্দগুণের জন্যে তুমি ঐ আধ্যাত্মিক ও নিষ্ঠাবান দেহকে ডুবিয়ে, পুড়িয়ে এবং ধ্বংস করে শেষ করে ফেলার ইচ্ছা ও আকাংখা তুমি করতে পার না। আর যদি এমন কর, তাহলে এটা ও অনিষ্টকরণ ও গাদ্দারীর ন্যায় এক জুলুম হিসেবে বিবেচিত। কারণ সে তোমার মু'মীন ভাই (সেও ঈমানের জাহাজের এক সাথের যাত্রী)।

দ্বিতীয় কারণঃ "হেকমতের (বিচক্ষণতার) দৃষ্টিতেও এমনটি বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কের ন্যায় অনিষ্টকরণ করা জুলুম, এটা সকলের অবগত বিষয় যে, শত্রুতা আর ভালবাসা হল আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত মুখী দুটি বিষয়। দুনোটি প্রকৃত অর্থের দিকে বিবেচনায় একত্রিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

অতএব, যদি ভালবাসা যে কারণে তৈরী হয় ঐ কারণের গুরূত্বের ও উচ্চতার বিবেচনায় যদি হয় তাহলে এ সময় শত্রুতা প্রকৃত না হয়ে কৃত্রিমরূপে হয়। ঐ সময় ভালবাসা রূপ পরিবর্তন হয়ে কিছুটা ঘৃনার ভাবে রূপান্তরিত হয়। হাঁ,অবশ্যই এক মু'মীন তার ভাইকে ভালবাসে এবং ভালবাসাই উচিত। কিন্তু সাধারণ মন্দ প্রভাবেই কেবল তা তিক্ততায় রূপ নেয়। চাপাচাপীর দ্বারা নহে বরং সুন্দর আচরণের দ্বারা গোছিয়ে ওঠাতে এটা কাজ করে। এই জন্যে হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে যে, "ইচ্ছা করে মন্দ প্রভাবে তিন দিনের বেশী কোন মু'মীন ওপর মু'মীনের সাথে কথা বন্ধ করা নিষিদ্ধ" (বুখারী, আদব-৫৭ মুছলিম, বির-৩৬)। যদি শত্রুতা সৃষ্টির কারণ গুরূত্বের ও উচ্চতার বিবেচনায় হয় তখন ঐ সময় ভালবাসা প্রকৃত না হয়ে কৃত্রিমতার দাবী রাখে। এটা ছলনা ও নিবৃত্তের আচরণরূপে আচরণ দেখায়।

হে বিবেকহীন ব্যক্তিত্ব। লক্ষ কর যে, একজন মু'মীন তার ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা করা কি পরিমাণ এক জুলুম। কেননা, যেমনটি তুমি সাধারণ কয়টি পাথরকে যদি বল যে, এগুলো কাবা ও উহুদ পাহাড় থেকে ও অনেক গুরূত্বপূর্ণ ও বড় তাহলে তুমি মন্দতর এক বির্বোদ্ধিতা করবে। ঠিক একিভাবে, কাবার মর্যাদায় সমাসীন ঈমান এবং উহুদ পাহাড়ের সম্মানের সমতুল্য ইসলাম এর ন্যায় অনেক অনেক ইসলামী গুণাবলীকে! যেগুলো মুহাব্বত ও ঐক্যতার দাবী রাখায় প্রেক্ষাপট ও অবস্থায় একজন ঈমানদারের বিরোধিতা করতঃ তার সাথে বিদ্বেষী হওয়ার যে কারণ ছিল তাহাকে গুরূত্বের দৃষ্টিতে দেখতে, এমনকি ঐ সাধারণ পাথরগুলোর ন্যায় একজন মুমীনের সাধারণ ক্রটি গুলোকে গুরূত্বারোপ করে অগ্রাধিকার প্রধান করা ঐ পরিমাণ ইনসাফহীনতা ও বির্বোদ্ধিতা এবং অনেক বড় রকমের যে একটা জুলুম যদি তুমার আক্বল (জ্ঞান) থাকে তাহলে বুঝতে পারবে।

হাঁ, ঈমানের তৌহিদ, অন্তর-সমূহের ঐক্যতা চায়। আবার বিশ্বাসের ঐক্যতা সামাজিকতার ঐক্যতাকে আশাপোষণ করে। অবশ্যই এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, তুমি কোন ব্যক্তির সঙ্গে এক সাথে কোন তাবু বা শিবিরে পরিচয় হওয়াতে ঐ লোকটির সাথে যখনি আবার সাক্ষাতের সুযোগ আসবে তুমি বন্ধুত্বের বন্ধন কি জিনিস বুঝতে পারবে। আবার দেখ, কোন কামান্ডারের আদেশের অন্তর্বর্তী থাকার সাথে সাথে সেনাবাহিনীতে পরিচয় হওয়া বন্ধুদের সাথে তোমার অজানা এক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারবে। আবার দেখ, কোন এলাকার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া কোন ব্যক্তির সাথে আজব এক ভ্রাতৃত্ব অনুভব করতে পারবে। মোটকথা, ঈমানের প্রদান করা নুর এবং ব্যক্তির সাথে তোমাকে দেখানো হয়েছে, জানানো হয়েছে এমন খোদায়ী নাম সমূহের সংখ্যার তরে একত্যবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ঐক্যতার সাথে সংযুক্ত এবং ভ্রাতৃত্বের সাথে মিশ্রিত অনেক অনেক কিছু বিদ্যমান রয়েছে যেমনঃ-

তোমাদের প্রত্যেকের স্রষ্টা হলেন একজন, মালিক একজন, রিজিকদাতা একজন, ------একজন------একজন এভাবে হাজার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতায়ও আবার এক। একিভাবে পয়গাম্বার (নবী ও রাসূল) ও একজন, তোমাদের দ্বীনও একটি, কিবলা ও এক----এক, এক, এক------এভাবে শত শত এক, এক----। তোমাদের গ্রাম ও এক রাষ্ট্র ও এক এলাকা ও এক , দশ পর্যন্ত এভাবে এক,এক। এ্ পরিমাণ এককত্বের ঐক্যতা সংস্থা ও সংঘ, মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং এই দুনিয়া ও পৃথিবীতে একে অপরের সাথে বন্ধন তৈরী করবে এমন আধ্যাত্মিক জিঞ্জিরের মধ্যে সকলের পরিচয় হিম্মতময় হওয়ার অবস্থায় অনৈক্যে, ক্লেশ ও দ্বিমুখী, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা তৈরীকারী যে প্রতারণার জালের ন্যায় গুরূত্বহীন এবং অস্থীতিশীল বস্তুসমূহকে প্রধান করে এক মুমিন ভাইয়ের বিপরীত বাস্তবিক শত্রুতা করা বিদ্বেষ তৈরী করা কি পরিমাণ ঐ ঐক্যবাদের বন্ধনের সাথে অমূল্যায়ন এবং কি পরিমান ঐ মুহাব্বতের কারণ সমূহের বিপরীত গভীরতাকে পাতলাভাবে নেয়া এবং কতুটুকু পরিমাণ বন্ধুত্বের বিশ্বস্থতার সম্পর্কের বিপরীত এক জুলুম ও অবিচার হচ্ছে তা কেবল বুঝার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে যদি তোমার অন্তর সচল থাকে এবং জ্ঞানবুদ্ধি একেবারেই শেষ না হয়ে যায়।

তৃতীয় কারণঃ আদালতের বা সুবিচারের দৃষ্টিতে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পরায়ণতা তৈরী করা ও জুলুম।

কোন প্রকার ছাড় না দেওয়া আদালত বা বিচার এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী আয়াত অনুযায়ী

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (আনআম -১৬৪)

কোন মু'মীনের মধ্যে খুন করার কোন গুণ খুঁজে পাওয়ার ঠিক পাশাপাশি শত খানেক উত্তম ও নিস্পাপ গুণসমূহ থাকা সত্ত্বেও তার উপর বিচারের কাঠগড়ায় হুকুম প্রদান করা। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে তার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পরায়ণতা তৈরী করা কি স্থরের সীমাহীন এক জুলুম হবে এবং বিশেষত কোন মু'মীনের অমার্যিত কোন গুণের জন্যে অবহেলা ও হতোদ্যম করতঃ তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে তা প্রকাশ করে লাঞ্চনাময় করাকে আগত আয়াত ব্যাখ্যা করছে যে,

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ

নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, (ইবরাহিম-৩৪)

মুবালাগার ছেগা (অতিরিক্ত অর্থ বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত শব্দ) ব্যবহার করার সাথে অবশ্যই বিশাল এক জুলুমের পরিচয় তুলে, হাকিকাত ও শরীয়ত এবং ইসলামের সূক্ষ এক হেকমতকে তুলে ধরার অবস্থায় তুমি নিজেকে কিভাবে সঠিক পথে রয়েছে বলে খুঁজে পাও এবং বলতে পার যে, “আমার এমনটি করার অধিকার আছে”

বাস্তবতার দৃষ্টিতে শত্রুতাকামীর যত কারণ রয়েছে এবং সাথে সাথে যত মন্দ মনোভাব রয়েছে এগুলো অনিষ্টতা এবং মাঠির ন্যায় নিবিড়। যা অন্যের ক্ষেত্রে প্রতিফলন বা প্রভাব না করা জরূরী। কিন্তু যদি অন্য কেহ ইহা থেকে মন্দের জ্ঞান অর্জন করত: এই কাজকে চালিয়ে যায়, তাহলে এটা অন্য বিষয়। আবার মুহাব্বত বা ভাললাগার যত প্রকার, কারণের প্রভাবকারী উৎকৃষ্টমানের ভাল কাজগুলা রয়েছে আসলে মুহাব্বাতের ন্যায় এক আলো ছাড়া বৈ কিছু নহে। তার প্রভাব বিচার বা প্রতিফলন। এটা তার জন্য জরূরী বা তার শান। এবং এমন অবস্থা থেকে ব্যাপারটা হয় এ রকম যে, “বন্ধুর বন্ধু বন্ধুই হয়” এই কথাটি প্রসিদ্ধ

বাক্যের ন্যায় মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত। এবং এরই মধ্যে ঐ কথাটিও রয়েছে যে, "এক সত্ত্বার খাতিরে অনেক ব্যক্তিকে ভালবাসায়" এটাও অনির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে মানুষ ব্যবহার করেন।

সুতরা এই ইনসাফহীন ব্যক্তি! বাস্তবতাকে যখন তুমি এই রকম দেখতে বুঝতে পারার পর পছন্দ না করা কোন ব্যক্তির নিষ্পাপ এবং পছন্দনীয় কোন এক ভাইকে এবং তার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুশমনী করা কি পরিমাণ অবাস্তবতাপূর্ণ হওয়াকে বাস্তবতার ক্ষেত্রে হাজার সূত্রে বুঝতে ও তুমি আত্মস্থ করার কথা।

চতুর্থ কারণঃ 'ব্যক্তি জীবনের দৃষ্টিতে ও জুলুম'

এই চতুর্থ কারণের ভিত্তি স্বরূপ কয়েকটি নিয়ম শ্রবণ করো;

প্রথমটি হল = তুমি তোমার সাথে সংযুক্ত বিষয় ও তোমার চিন্তা চেতনাকে যখন সত্য বা হক হিসেবে সাব্যস্থ কর: তখন তোমার একথা বলার অধিকার রয়েছে যে, আমার পথ ও চিন্তা সঠিক এবং অন্যের তুলনায় সুন্দর। কিন্তু মোটেও একথা বলার অধিকার তোমার নাই যে, কেবল আমার পথই সঠিক বাকীদের পথ বাতিল।

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ * وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِى الْمَسَاوِيَا

(দেওয়ানে ইমাম শাফি-৯১)

উক্ত পংক্তির দ্বারা পরিষ্কার যে, বিবেকহীন দৃষ্টি ও নিম্নশ্রেণীর চিন্তা কখনও হাকিম হতে পারে না এমনিতে অন্যের পথকে বাতিল পথ বলে সিদ্ধান্তও নিতে পারে না।

দ্বিতীয়টি হল = তোমার গবেষণায় হক্ব হল ঐ জিনিস যে, আমি যা যা বলব সবকিছু সঠিক হতে হবে। আর এই চেষ্টা করা উত্তম। কিন্তু সবকিছু সঠিক বা সত্য তোমার বলার অধিকারেই নেই। তোমার সকল কথা যেন অবশ্যই সঠিক হয় কিন্তু এটাও সত্য যে সকল সত্যকে বলতে পারা বা বলা সত্য নহে। (যা শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট) ভাগ্যের কি পরিহাস তোমার মত এখলাছ বিহীন মানব উপদেশকে মাঝে মাঝে রক্তপাতের সঙ্গী করে এবং বিপরীত কাজ করে।

তৃতীয়টি হল = যদি সাহস, সামর্থ্য থাকে তাহলে শত্রুতামী নিজের নফসের,অন্তরের সাথে কর, এটাকে সমুন্নত করতে কাজ কর। এমনকি তোমার সবচাইতে বড় দুশমন ও ক্ষতিকারক নফসে-আম্মারা ও তার খাম-খাহেশাতের সাথে তুমি দুশমনী কর। এটাকে বিশুদ্ধ করতে কাজ কর। এই যন্ত্রণায় বিদ্ধ অন্তরের খাতিরে কোন মু'মীনের অন্তরকেও কষ্ট দিও না। আবার ও বলছি তুমি যদি কারো সাথে দুশমনী করতে চাও তাহলে কাফিরগণ অনেক রয়েছে, বেদীনরা বে-সুমার আছে তাদের সাথে শত্রুতামী কর।

হাঁ, ঐটা কর যেমনটি মুহাব্বত গুনটি মুহাব্বতের উপযুক্ত। তেমনি শত্রুতার ন্যায় অভ্যাস প্রথমে নিজের জন্যে যেটা উপযুক্ত। যদি তুমি ঝগড়াতে জয়ী হতে চাও তাহলে অনিষ্টতার মুখামুখী অনিষ্টতা দিয়ে নহে উত্তম আচরণ দিয়ে তার প্রতিবাদ কর।

কারণ যদি তুমি মন্দের দ্বারা প্রতিবাদ কর, তাহলে ঝগড়া আরও বাড়বে ও ফ্যাসাদের খুঁটি মজবুত হতে থাকবে (দুটি অনিষ্টতার প্রতিষ্ঠা হয়)। প্রত্যক্ষভাবে যদি ও দেখতে মনে হয় মন্দতার ফল সুন্দর কিন্তু প্ররোক্ষভাবে ঘৃন্যতা, অনিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শত্রুতা নীরবে চলতে থাকে। অন্য দিকে যদি তুমি উৎকৃষ্টতার দ্বারা মুকাবেলা কর তাহলে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হয় এবং এখানে বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে।

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ * وَ إِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا

(মুতানাব্বি, দেওয়ানে তাইয়েব-৩৮৬)

অবেদিত পংক্তিটিতে বুঝানো হয়েছে যে,

একজন মু'মীনের শান হচ্ছে মর্যাদাবান হওয়া। তোমার প্রদত্ত সম্মান আবার ঘুরে ফিরে তোমারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি যদিও অপদস্থতাকে প্রদর্শন করে, কিন্তু ঈমানের দৃষ্টিতে এটা সম্মানের ও মর্যাদার। হাঁ, উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি যে মন্দ চরিত্রের, তাহাকে যদি বার বার বলা হয় "তুমি ভাল, তুমি ভাল তাহলে প্ররোক্ষতার দৃষ্টিতে কিছু পরে হলেও এর প্রভাবে লোকটি ভাল হতে চলবে। কিন্তু অন্যদিকে ভালোলোককে যদি শুধু বলা হতে থাকে তুমি খারাপ, তুমি পাপী" ঐ সময় তার উপর মন্দের প্রভাব পড়তে থাকে। পরিস্থিতি যখন এমন হয়, তখন ক্বোরআনের আয়াতের দিকে দৃষ্টি দাও

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। (ফুরক্বান-৭২) (তাগাবুন-১৪)

"এরকম অনেক আয়াতসমূহে কর্ণপাত করলেই তুমি বুঝতে পারবে সফলতা ও শান্তি সম্মান প্রদানের উৎস।"

চতুর্থটি হল = বৈরীতা ও শত্রুতা পরায়নকারীরা; স্বীয় নফসকে, ও মু'মীন ভাইকে এবং এলাহীর রহমতের সাথে জুলুম করে থাকে, অতিরঞ্জনতা করে বৈরীতা ও শত্রুতার সাথে নফস ব্যক্তিকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে নিক্ষেপ করে। দুশমনের দিকে আগত শাস্তি ও ভয়ের কারণে আগত যন্ত্রণা যা নেয়ামতের বিপরীত মনের মধ্যে গেতে থাকে। আর এটা স্বীয় নফসকে জুলুম করে। আবার শত্রুতামী যদি হিংসা থেকে হয় তাহলে তো সবকিছুই আযাবের উপযুক্ত। হিংসা প্রথমে হিংসুককে ধ্বংস করে, বিলুপ করে জালিয়ে দেয়, আর যাকে হিংসা করা হয়, তাহাকে অল্পকিছু কষ্ট দেয় অথবা মোটেও তার কিছু হয় না।

হিংসার ঔষধ (পরিণাম ও চরিত্র)ঃ-

হিংসাকারী ব্যক্তি তার হিংসা করার যে বস্তু বা লক্ষের ফলাফলের কথা একটু চিন্তা করুক, তখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, আত্মহিংশাকারীতে হওয়া দুনিয়ার সুন্দর্য, ক্ষমতা, উচ্চস্থর ও সম্পদ এসবগুলোই যে ক্ষণস্থায়ী এবং সময় সাময়িক। এগুলোর ফায়দা খুবই কম, কিন্তু এগুলোর যন্ত্রণা অনেক বেশী। আবার যদি ঠিক এই অবস্থাকে আখেরাতের তরে ব্যবহার বা উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন অনবদ্য-সত্য যে তখন আর এখানে হিংসা থাকবেই না, আর যদি হিংসা বিদ্যমান থাকে তাহলে হয় সে নিজে লোক দেখানো কাজে ব্যস্থ যার ফলাফল আখেরাতের মাল সম্পদকে সে বিনষ্ট করতে চাচ্ছে, নতুবা যার প্রতি এগুলো দিয়ে হিংসা করা হচ্ছে, তাহাকে সন্দেহ করচ্ছে, সন্দেহের বশীভূত হয়ে হিংসুটে স্বরূপ অবিবেচিত কাজ করচ্ছে, জুলুম করচ্ছে।

এমনকি হিংসা করা এতটাই নিকৃষ্ট যে, হিংসার শিকার ব্যক্তির প্রতি আগত সকল মুসিবতের উপর হিংসুটে লোকটা খুবই আনন্দিত থাকে, এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি আগত নেয়ামত সমূহকে নিয়ে দুঃখিত ও চিন্তিত থাকে। এমনিভাবে সে ভাগ্য ও এলাহীর রহমতের প্রতি রাগান্বিত থাকে। এই বলে যে, কেন তাহাকে এই উপকার করা হচ্ছে তার কখনও ভাল না হওয়া চাই। সে যেন কাদারে-এলাহীকে (ভাগ্যকে) নিন্দার চোখে আর

রহমতের প্রতি আপত্তি তুলছে। আর এটা সত্য যে, ভাগ্যের সাথে ক্রিটিসাইজকারীর উপরে লোহার ন্যায় ভারী বস্তু নিক্ষেপিত হয় ও তাহাকে চূড়মার করে দেয়। আর রহমতের প্রতি আপত্তি প্রদানকারী ব্যক্তি রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, একদিন কোন বিষয়ের সাথে জড়িত কিছু নিয়ে কারো সাথে হিংসাপরায়ণ হতে না পারলে এবং এর জন্যে পূর্ণ একটি বছর বিদ্বেষ ও হিংসার সাথে ব্যয় করে প্রতিশোদের সখ মিটানোকে গ্রহণকারী এমন কোন ইনসাফ কি রয়েছে; নতুবা এমন বিবেক কি রয়েছে যা এখনও ধ্বংস হয় নাই।

মূলকথা কোন মুমীন ভাইয়ের থেকে আগত কোন কষ্টের বিপরীত তাহাকে সমস্ত কষ্ট বা যন্ত্রণা প্রদান করার সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারনা। (এক কষ্টের বিপরীত একশত কষ্ট হতে পারে না) তার কারণ হল-

প্রথমত **:** তার উপর ভাগ্যের একটা অংশ রয়েছে। আর ঐ ভাগ্যের থাকা কষ্টকর অংশ বের করে এই ভাগ্য ও দুর্ঘটনার সাথে জড়িত অংশটাকে সন্তুষ্টির সহিত প্রতিবাদ করা জরুরী।

দ্বিতীয়ত ঃ এখানে নফস ও শয়তানের অংশ রয়েছে। এটাকেও বের করে ঐ ব্যক্তির সাথে দুশমনী নহে বরং স্বীয় নফস পরাজয় হওয়ার পর যে তিক্ত-কষ্ট এবং লজ্জার অবস্থা তৈরী হয়, তার জন্যে অপেক্ষা করা (এমনটি করাতে নফস শাস্তি পায়, বিশুদ্ধ হয়) ।

তৃতীয়ত ঃ তুমি স্বীয় নফসের মধ্যে দেখ নাই বা দেখতে ইচ্ছে কর নাই এমন ভূল-ক্রুটি গুলোকে দেখতে চেষ্টা কর। কষ্টের একাংশ (হিংসা পরায়ণতার) স্বীয় নফসকে দাও। পরে বাকী থাকা ছোট অন্য অংশের বিপরীত সালামাতের সাথে এবং উচ্চ মর্যাদার সাথে এবং ক্ষমা ও মায়া যা দ্বারা খুবই দ্রুত বিজয় লাভ করা সম্ভব তার সাথে প্রতিবাদ বা কাজ চালিয়ে যাও। (হিংসা কমে যাবে)। তখন জুলুম করা থেকে এবং অনিষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

নতুবা, এই গতিগুলো ঐ ইয়াহুদীর মত হয়ে থাকে যে, মাতাল ও পাগল হয়ে যাওয়া ব্যক্তি যে কাঁচের বোতল সমূহকে ও পরিত্যক্ত ভাঙ্গা টুকরা সমূহকে স্বর্ণ ভেবে হিরার মূল্যের ক্রয়কারী ছিল। এমনকি পাঁচটি টাকাও লাভ করতে পারেনি। তার লোভের ভূলে, যে ধ্বংসশীল, অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন এই দুনিয়ার হায়াতকে এখানে চিরস্থায়ী থাকবে মনে করে প্রচন্ড রকমের নিকৃষ্ট এক ক্ষোভ, চিরাচরিত এক বিদ্বেষ এবং সাময়িক এক দুশমনীর সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা উপরেল্লেখিত আয়াতের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানকারী (ছেগায়ে মুবালাগা) শব্দ ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, ইহা এক জুলুম নতুবা এক উম্মাদনা এবং এক প্রকার মাতলামী ও নির্বোদ্বিতা।

সুতরাং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে এই স্থরের এক যন্ত্রণা হওয়া এবং দুশমনী ও প্রতিশোধ পরায়ন চিন্তা, যদি এমনটি নিজের জন্যে পছন্দ কর, তাহলে উল্লেখিত উৎকৃষ্টময় পরামর্শগুলোকে সুযোগ দেবার প্রয়োজন নেই

এমনিতেই তোমার নফস ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি অন্তরে এই সকল রোগ বালাই ডুকেই থাকে তাহলে আমার কথাগুলো না শুনে উত্তম দৃষ্টিতে হাজারবাস্তবময়ী ব্যক্তিত্বের কথা শুন তিনি হলেন হাফিজ সিরাজী-

دُنْيَا نَه مَتَاعِيسْتِى كِه اَرْزَدْ بَنِزَاعِى

(হাফিজ সিরাজি, দেওয়ানে হাফিজ)

অর্থাৎঃ ~ দুনিয়া এমন কোন সম্পদস্থল নহে যে, এখানে ফাসাদ করার সুযোগ রাখে ~ কেননা অস্থায়ী এবং সাময়িক হওয়ার ধরুন দুনিয়াটা মূল্যহীন। আর এই বিশাল দুনিয়াটি যদি এমনই হয়, তাহলে তার আংশিক কর্ম-ব্যস্থতা কি পরিমান অনর্থক হওয়াটা তোমার জানার কথা! তিনি আরও বলেছেন,

آسَايِشِ دُو گِيتِى تَفْسِيرِ اِينْ دُو حَرْفَسْتْ

بَادُوسِتَانْ مُرُوَّتْ بَادُشْمَنَانْ مُدَارَا

অর্থাৎ দুনো জাহানের সুখ শান্তির জন্যে দুটি হরফ ব্যাখ্যা প্রদান করে। আর বন্ধুর সম্মুখে মানবিকতা (পুরূষত্য) আচরণ করে পাশাপাশি শত্রুর সম্মুখে শান্তি-চুক্তির ব্যবহার কাজ করে।

এখন যদি বলতে চাও যে, আমার ইচ্ছায় আমি হিংসুটে নহে। আমার মূলে (জন্মগত) আমি হিংসাপরায়ণ। এমনকি, আমার রক্তের সাথে এমন অভ্যাসে, খাছলাতে মিশে গিয়েছে আমি একে চাইলেই ছাড়তে পারি না।

উত্তর হলঃ- মন্দ চরিত্র এবং দুষ্ট অভ্যাসের প্রভাব যদি তুমি না দেখাও, গীবতের ন্যায় প্রেক্ষাপটের তরে খারাপ কাজগুলো যদি না কর, যদি নিজের ত্রুটিগুলো বুঝতে পার, তখন কোন সমস্যা দেখা দেবে না। মূলত ইচ্ছাও কিন্তু তোমার হাতে নহে। এই অনিচ্ছা সত্ত্বে এমনটি হচ্ছে ছাড়তে পারতেছ না। আসলে তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ভিতরে যে লজ্জাবোধ রয়েছে, গোপন যে তাওবা শক্তি এবং সদৃশ্য রয়েছে, যার স্থর কেবল আল্লাহ যানেন, এমন ইস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা যা তোমার মধ্যে রয়েছে যেগুলো তুমি বুঝে শুনে তোমার ভূলের জন্য করচ্ছ, অথবা তুমি তোমার ভাইয়ের, সম্মুখে তুমি যে অন্যায়, হক্ব নহে এটা বুঝতে পারা এগুলো তোমাকে ঐ মন্দ, খারাপের প্রভাব থেকে তোমাকে রক্ষা করবে। উল্লেখ্য এই মাকতুবের এই আলোচনা আলোচিত হয়েছে। যাতে তুমি এই ক্ষমতাবান ইস্তেগফারের সক্ষমতা অর্জন করতে পার। অন্যায়কে সত্য মনে করা এবং ন্যায়-সঙ্গত দুশমনকে অন্যায়ের আদর্শ দেখিও না (ধোকা দিওনা)।

আগত সচেতনতার এক ঘটনাঃ এক সময়, এই আলোচ্য ঈর্ষা-পরায়ণতার একতরফা মুখীর প্রভাবের ফলাফল হিসেবে লক্ষ্য করলাম যে, দ্বীনদার একজন বড় আলেম তার রাজনীতির চিন্তা চেতনার বিপরীত হওয়ায় অনেক বড় আরেক আত্মশুদ্ধীময় এক আলেমকে কাফেরের স্থরে নিচুমানের মনে করছেন। এবং স্বীয় মতবাদের পক্ষে সাফাই গাইলেন অথচ তা মুনাফেকির অবস্থানকে আলিঙ্গন করে। তাইতো ছিয়াছাতের (রাজনীতির) এই অনিষ্টতা থেকে ও তার ফলাফল থেকে আমি হতভম্ভ হলাম। এবং বলিলাম যে, "أعوذ بالله من الشيطان والسياسة" (লেখক)

ঐ জামানা থেকে আজও পর্যন্ত আমার জিন্দেগীকে রাজনীতি থেকে তুলে নিলাম।

পঞ্চম কারণঃ "সামাজিক জীবনের দৃষ্টিতে একঘোয়েমী ও একতরফামী নিঃসন্দেহে অপদস্থ হওয়াকে বর্ণনা করে"

যদি প্রশ্ন কর যে, হাদীস শরীফে উল্লেখিত হাদীস

اِخْتِلَافُ اُمَّتِى رَحْمَةٌ

(কুরতুবি, জামেউল আহকামুল কুরান-৪/১৫৯)

যখন ইখতেলাফ রহমত তখন তো এমনিতেই একতরফামী অবশ্যক হয়। আর এই পক্ষপাতিত্ব রোগটি যা অনেক সময় অত্যাচারিত জনগনকে অত্যাচারী জালিমের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। কেননা, যদি কোন গোত্রের বা গ্রামের অতিরঞ্জিত ব্যক্তিরা তাদের গ্রামের গরীবদের বিরূদ্ধে ঐক্যমতে পৌছে তখন খুবই সহজভাবে তারা মজলুম গ্রামবাসীকে দমন করতে পিষে ফেলতে পারবে। আর এখানে যদি পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে, তাহলে সাধারণ জনগন এক পক্ষে দাড়াতে সক্ষম হবে। এবং নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। এমনকি ভিন্নমুখী মতাদর্শ ও মতভেদপূর্ণ বুদ্ধিমানদের মধ্য থেকে সত্যটা, বাস্তবটা ও স্পষ্ট হয়ে আসবে যে, সঠিক কে বা কারা ছিল।

উত্তরঃ প্রথম প্রশ্নে আমরা বলব যে, হাদিসের যে মতভেদ উল্লেখ হয়েছে এটা দলিলের সাথে সংশ্লিষ্ট হাঁ-বোদক এখতেলাফ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় মতবাদের ও আদর্শের সুন্দর্য তুলে ধরতে দলিলের সাথে চেষ্টা করবে । অন্যের প্রতি খারাবী বা অন্যেরটাকে বাতিল করার জন্যে নহে হয়তোবা পূর্ণতা বা বিশুদ্ধতার জন্যে কাজ করে। এটা হল হাঁ-বোধক কাজের নমুনা।

কিন্তু যদি না-বোদক (মানফী) কাজের মনোভাব নিয়ে আশ্বাস দেয়, তাহলে তো দুশমনী ও হিংসাপরায়নতা এবং একে অন্যকে বিনাশ করতে কাজ করে যাবে এটাতো উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিতে অনুমূদীত নহে। কেননা একে অন্যকে ধ্বংস ও ঝগড়ায় লিপ্তকারী ভাল কাজে উদ্বূদ্য করতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নাংশের জন্যে আমরা বলি যে,

যদি পক্ষপাতিতা হক্বের রক্ষার জন্যে হয়, তাহলে হক্বপন্থীদের আশার আলো হতে পারে। কিন্তু এষনকার যামানার ন্যায় বিদ্বেষপূর্ণযুগ, মনের মনোবাসনা পূর্ণকারী পক্ষাপাতিত্ব, বে-হক্ব (অন্যায়কারী) দের জন্য আশার আলো হবে ঐ রকম যে, তাদেরকে তাদের হজম শক্তি বাড়াতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে বা করবে। কেননা, যদি দুশমনী করার ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে শয়তান আসে। আর শয়তান ঐ ব্যাক্তির চিন্তাচেতনাকে সাহায্য করে, পক্ষপাতিত্ব যদি তাহাকে দেখায় ও বুঝায় এভাবে যে,ঐটা সঠিক নয় এটা সঠিক। তাহলে ঐ ব্যক্তি তখন শয়তানকে ও তার অনুকরণীয়তাকে রহমত মনে করবে। আবার ঠিক বিপরীত ফেরেসতার ন্যায় কোন লোক এসে যদি বলে যে, এমনটি নিষিদ্ধ কাজ, তখন কোন সন্দেহ নেই তাহাকে লা-নাত বা অভিশাপ প্রদান করতঃ অপদস্থতার স্থরে সন্দেহ পথকে সুন্দর হিসেবে প্রদর্শন করবে তথা শয়তানকে অগ্রাধিকার দিবে।

তৃতীয় প্রশ্নাংশে আমরা বলি যে, হক্বের নামে হাক্বিক্বাতের আলোকে হওয়া ফিকিরের দুশমনী যদি হয় তাহলে, মাকসাদ এবং ভিত্তির পাশাপাশি তার মাধ্যম সমূহেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। যদি হাক্বিক্বাতের সকল দিকে মহত্যতা প্রকাশ করতঃ হক্ব ও হাক্বিক্বাতের জন্যে খেদমত করে, এটা গ্রহণীয় (যেমন মাজহাব)। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব ও হিংসাপরায়ণতায় যে নফসে-আম্মারা ফেরাউনের বন্ধু হয়ে গিয়েছে তার আলোকে চিন্তা করলে কেবল যা ইচ্ছা তাহাই করবে। মনোরঞ্জনের প্রতি আগ্রহী হওয়ার এক নিয়মে ফিকিরের দুশমনীতে অবস্থান করে করে

হাকিকাতের সৌন্দর্যের মধ্যে নহে বরং ফিতনার অগ্নিশালা বের করা ছাড়া আর কিছুই বের হবে না। কেননা, যখন মাকসাদের ঐক্য প্রয়োজন দেখা দেয় তখন ঐ জাতীয় ফিতনাময় প্রতিফলের ফিকিরসমূহ দুনিয়াতেও শান্তির চিহ্ন পাওয়া অসম্ভব। হক্বের নামে না হওয়ার কারণে অসীম জটিলতায় প্রবেশ করে। সুস্থতার ন্যায় উপযুক্ততার অনুপস্থিতির কারণ সমূহ বিভেদের দিকে প্রকাশ পায়। এই সবকিছুর জন্যে দুনিয়াটাই সাক্ষী স্বরূপ হয়ে জমে আছে।

উপসংহার =

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ * وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ * وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ

তে উল্লেখিত اَلْبُغْضُ فِى اللّٰهِ * وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ (কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্যে ভালবাসা/রাগ করা/ আদেশ করা। (আবু দাউদ, ছুন্নাত-২) যদি এমনটি না হয় তাহলে নফস ও শয়তান প্রশ্রয় অর্জন করতঃ মুনাফেকির বন্ধু হিংসা, বিদ্বেষ জয়লাভ করে। হাঁ, যদি এমনটি আখলাক না হয়, তাহলে ইনছাফ আদালতের ধারপ্রান্তে সুন্দর রঙ্গে জুলুম হয়।

গত হওয়া একটি শিক্ষণীয় ঘটনাঃ একবার হযরত আলী রাঃ এক কাফিরকে নিচে ফেলে হত্যা করতে তলোয়ার ও বের করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ কাফির লোকটি হযরত আলী রাঃ এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহাকে হত্যা করা থেকে বিরত রহিলেন। কাফির লোকটি জিজ্ঞেস করল কেন আমাকে হত্যা করচ্ছ না হে আলী ? তখন হযরত আলী উত্তরে বলেছিলেন, আমি তোমাকে প্রথমে আল্লাহর জন্যে, তার ভালবাসার খাতিরে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু থুথু নিক্ষেপ করার পর আমি ভীষণ রাগান্বিত হলাম আর আমি ভাবলাম এখন যদি তোমাকে হত্যা করি তাহলে আমার নফসের রাগের অংশবিশেষ তোমার হত্যার সাথে জড়িত হয়ে যাবে যা আমাদের দ্বীনে নিষিদ্ধ। তখন ঐ কাফির বলল যে, আমি থুথু নিক্ষেপ করে আমাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে তোমাকে ক্রদান্নিত করেছিলাম । আর যাই হোক তোমাদের দ্বীন ঐ পরিমাণ খালিছ ও বিশুদ্ধ তাহলে অবশ্যই তোমাদের দ্বীন হাক্বিক্বি ও আসল দ্বীন।

সচেতনকারী আরেকটি ঘটনাঃ একবার, এক বিচারক এক চুরের হাত কর্তন করার সময় সে রাগান্বিত করার কিছু আচরণ করেছিল। আর তাকে লক্ষ রাখা সুবিচারক নেতা (আমীর) তার হাত কাটা থেকে তাকে ছেড়ে দিলেন। কেননা শরীয়তের নামে এলাহীর বিধানে যদি তার হাত কর্তন হইত, তাহলে ক্রদান্নীত হওয়া রাগান্বিত করায় মানবিক নফসের প্রভাব ও কষ্টের সাথে জড়িত হত। আর এটা নাহলে তখন রাগান্বিত না হয়ে কেবল বিচার ফয়সালাকে মানবের রহমতের দৃষ্টিতে তাকে কাটা হত। তার অর্থ হত, নফসের তাবেদারীতে হত্যার একাংশ হওয়া জরূরী কালে ঐ বিচারে পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ আদালাত প্রতিষ্ঠা হতোনা বা সুবিচার দেখতে পেতো না।

দুঃখ প্রবণ এক সামাজিক প্রভাব এবং ইসলামপ্রেমী এক অন্তরের ক্রন্দনময় বিশ্ময়কর সামাজিক জীবনের অসুস্থতাঃ বহিরাগত দুশমনদের আক্রমণ ও হানা দেওয়া থেকে দেশ জাতীকে প্রতিরক্ষা দিতে ভিতরের চলিত দন্দ্ব সমূহকে ভূলে যাওয়া এবং ছেড়ে দেওয়া হল একটি সামাজিক ভিত্তিকে দৃঢ় করার অনবদ্য মজবুত চিন্তা। আর এই চিন্তাকারী যদি এক গ্রাম্য ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটন হয় বা ঐ মুর্খ লোকেরা এমন সুচিন্তা করার অবস্থায়

আমার প্রশ্ন ইসলামী দল গুলোর কি হলো তারা কি বুঝে না: একে অন্যের ঠিক পিছনে দুশমন দন্ডায়মান থাকা অবস্থায় তারা ছোটখাটো বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ভিতরগত কোনদল নিয়ে বসে থেকে দুশমনের সম্মুখীন হবে স্বীয় ভূমিকে প্রস্তুত করার নাম হল নিজেকে নীরবে হত্যা করা, বন্য প্রাণীর আচরণ করা নিজের সাথে, ইসলামী সামাজিক জীবনের সাথে এক অতুলনীয় খেয়ানত করা।

শিক্ষণীয় এক হেকায়াঃ হাসেনান উপজাতির মধ্যে বাসকারী গ্রামীণ দুটি গোত্র ছিল। তারা একে অপরের অনেক বড় দুশমন ছিল এমনকি একে অপরের প্রায় ৫০ জন লোক হত্যা করার পর ছিপকান বা হায়দেরান গোত্রের ন্যায় গোত্র আক্রমণ করলে ঠিক ঐ গোত্রদ্বয়ের বিপরীত যুদ্ধের সম্মুখীত হওয়ার সময় তারা একে অন্যের কাঁদে-কাঁদ মিলিয়ে পুরাতন দুশমনীকে ভূলে সাথে সাথে নতুন আগত ঐ দলকে প্রতিহত করার পূর্বে পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল এবং পূর্বের হিংসাকে কখন ও প্রচেষ্টাকালে সামনে আসতে দেয় নাই।

সুতরাং হে মু'মীন গণ! ----- ঈমানদারদের মধ্যখানে তাদের বিপরীত দুশমনীর দায়িত্ব নেওয়া, তাদের নষ্ট করা, হিংসা করা তোমার কোন ধরনে আদেশ নিঃশেষের পর্যায়ে যাচ্ছে তুমি কি বুঝতে পারচ্ছ? এক মু'মীন অন্য মুমীনের জন্যে শক্তিশালী এক শক্তি যেন একে অন্যের জন্য বিল্ডিংয়ের প্রতিটা তলার ন্যায় ১০০ শত স্বরূপ শক্তিশালী হিম্মত। প্রত্যেকে যখন এরকম হাতে হাতে দুশমনীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে ঠিক তখন! তাদেরকে তাদের প্রতিহিংসার ক্ষেত্রে সফল হবে এমন কিছু আছে কি? তাদেরকে ইসলামের নিষিদ্ধ কর্মে স্বাক্ষর করতঃ বিদ্বেষ পরায়ণ একগুয়েমী এবং হিংসাপরায়ণতা, মোটেও কোন প্রকার দৃষ্টিতে কোন ঈমানদারকে মানানসই হিসেবে বিবেচনা করা মন্দ নহে কি? তাই ঐ দুশমন শ্রেণীগুলোকে আহলে-দালালাত (নষ্ট মানুষ) ও ইলহাদ (বেদ্বীন) থেকে মগজ সচেতন কর এবং কুফুরকারীদের দুনিয়ায় থাকাও যেন দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যা সমূহ এর লক্ষ- পর্যন্ত একে অপরের মধ্যে প্রদানকারী সমস্যা বা তৈরীকারী দুশমনী এগুলোকে লক্ষ করে বুঝ, তোমাদের মাঝে কেন ক্রদ, হিংসা এমনটি থাকবে এগুলোর মূল রহস্য উদঘাটন কর। হয়ত্ ১০০ খানেক সমস্যার চেয়ে বেশি ধরা পড়বে। এই সবকিছুর ঠিক বিপরীত শক্তিশালী অস্ত্র এবং ঐক্যতা, নিষ্টা জরূরী। এটাকেই শুদ্ধভাবে বুঝে হিংসা দূর করে ঐক্যতায় লিপ্ত থাকা হল ইসলামী ভ্রাতৃত্ব দুর্গ। আর যদি এই ইসলামী কাল-আ (হিম্মতের দুর্গ) ছোট ছোট দুশমনী ও বাহানা সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পার তাহলে বুঝতেই পারতেছ, এটা কি পরিমাণের মানবতাবিরোধী কাজ এবং ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত কাজ, এটা তুমি জান ও জানা জরূরী।

হাদীস সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে,

শেষ যামানায় সুফিয়ান ও দাজ্জাল এর ন্যায় কিছু লোক মুনাফিকি ও বেদ্বীনের ঠিক মাথায় আগত ও গত হওয়া বিস্ময়কর ঈমানধ্বংসকারী কিছু লোক যারা মানবের মধ্যে চলিত হিংসা বিদ্বেষের সুযোগের ফায়দা হাসিল করে অনু পরিমাণ ক্ষমতা নিয়ে মানব জাতিকে তারা ধুমড়ে-মুচড়ে করে ফেলবে, আর গোছানো থাকবে না এবং তারা ইসলামের এই মহান অবদানকে গোলামীর নিদর্শন স্বরূপ তাদের হাতের মোটোতে নিয়ে আসবে। ইসলামের জ্ঞান যেন মানুষ আর বুঝতেই পারবে না।

হে ঈমানদারগণ, অপদস্থার ভিতরে, গোলামীর নিয়ন্ত্রণে যদি প্রবেশ করতে না চাও, তাহলে স্বীয় বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাও আর তোমাদের মতভেদের কারণে জালিমরা যে সুযোগ নিচ্ছে ঠিক তাহাদের বিপরীতে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাইভাই।-(হুজরাত-১০)

উক্ত আয়াতের দ্বারা পবিত্র মহান প্রাসাদে প্রবেশ কর এবং স্বীয় দেশ জাতি সত্ত্বাকে রক্ষা করার হেকমত অর্জন কর। তা নাহলে নিজেকে ও হেফাজত করতে পারবে না অধিকারসমূহ ও রক্ষা করতে পারবে না।

এটা জানা বিষয় যে, দুই নায়ক যদি (কুস্তিগীর) একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তাহলে তাদের দুজনকেই ছোট্ট একটি শিশুর জন্যে হত্যা করা কোন ব্যাপার নহে। আবার দেখ, যদি দাড়িপাল্লায় দুই পাহাড়ও একে অপরকে তাদের ওজন দেখাতে প্রতিযোগিতায় নামে তাহলে তাদের পেটে থাকা ছোট্ট একটা পাথর যথেষ্ট তাদের ওজনের অহংকার নষ্ট করে তাদের নিয়ে খেলা করতে পারে, যে দিকে পাথর বসবে তার বিপরীত পাহাড়ের ওজন কম দেখাবে।

সুতরাং হে মু'মীনগণ! স্বীয় লোভ থেকে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ একগুয়েমী থেকে কোন লাভতো নেই, পাশাপাশি কিছুই থাকবে না, তোমার সব নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তোমার সামাজিক হায়াতের সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে আলোচ্য হাদীসকে,

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারত স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। (বুখারি, নামাজ-৮৮/ মুসলিম- বির-৬৫)

মহামূল্যবান এই সংকেতকে নিজের জীবনের সংববিধান মনে কর ও প্রতিষ্ঠত কর। এই দুনিয়ার পেরেশানী ও অশান্তি থেকে নিজেকে বাচাতে পারবে।

ষষ্টতম কারণঃ

'আধ্যাত্মিক জিন্দেগী ও ইবাদতের প্রশান্তি যা হিংসা ও একগুয়েমীর সাথে প্রতিবাধক, কম্পনকারী। কেননা, মুক্তি ও পরিত্রাণের মাধ্যম হল "ইখলাছ আর এটাকে হিংসা ও তার সহকারীরা ধ্বংস করে দেয়। বলাবাহুল্য, "একজন একতরফা আচরণকারী একগুয়ে লোক আসলেই স্বীয় উত্তম আমলের মধ্যে একরকম প্রতিহিংসার ও হিংসাপরায়ণতার জয় বা উন্নতী চায়। আর এমন নিয়্যাতের কর্মসম্পাদনকারী আত্মশুদ্ধিপূর্ণ ও আল্লাহর জন্য কাজকারীর সাথে মোটেও মিল পাওয়া যাবে না। তার আচরণে ও আদেশ নিষেধে একতরফামীর প্রভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে, ইনসাফ করতে পারবে না, সুতরাং আমল ও কর্মের ভিত্তি হওয়া এখলাছ এবং ন্যায়-বিচার। ঝগড়া ও বিদ্বেষের কারণে নষ্ট হয়। এই ৬ষ্ঠতম কারণ অনেক লম্বা (ইখলাছ রিসালে) কিন্তু প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এখানেই শেষ করছি, লম্বা করচ্ছি না। রেফঃ মাকতুবাত ২৬২

দ্বিতীয় আলোচনাঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ *

وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।

আর কত না জীবজন্তু রয়েছে যারা তাদের জীবিকা বহন করে না, আল্লাহ্ই তাদের রিযেক দান করেন এবং তোমাদেরও, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (যারিয়াত-৫৮) (আনকাবুত-৬০)

হে মু'মীন! পূর্বে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ দুশমনী করা কতটা ক্ষতিকর। আর তুমি আরও জান যে, হিংসার ন্যায় ইসলামী জিন্দেগীতে চূড়ান্ত পর্যায়ের আরেকটি ধ্বংসকারী রোগ হল লোভ। লিপ্সা কি নিয়ে আসে জান? এটা হল হতাশার কারণ, এবং ব্যর্থতা ও অপদস্থতার কারণ, এমন কি এই লোভ নির্দয়তা এবং পেরেশানী নিয়ে আসে। হাঁ, এটা সত্য যে এই পৃথিবীতে যত জাতি রয়েছে তাদের মধ্যে ইহুদী জাতিই হল সবচেয়ে বেশী লোভী এবং এটাই তাদের লাঞ্ছনার ও পেরেশানীর মুল-চাবি যা অকাঠ্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। (বর্তমান দুনিয়ায় প্রমাণিত) হাঁ, লোভ-লালসা, যা দুনিয়ার, হায়াতে সবচাইতে ব্যাপক স্থরের ক্ষেত্রে কাজ করে এমনকি সাধারণ বিষয়াবলীতে সাধারণ কোন লোককেও ছাড় দেয় না, এই জন্যে প্রত্যেক স্থরে তার মন্দ প্রভাবটা প্রসারিত। এখন চিন্তা করব আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, রিযিক অন্বেষণকারীকে নিয়ে যার মধ্যে লোভ নেই আর আসলেই এটা হচ্ছে রহমত ও সহজলভ্য লেবেল এবং এর প্রভাব সর্বক্ষেত্রে ও উত্তমপন্থায় দেখায়।

সুতরাং এখন প্রাণীকুলের রিযিক নিয়ে বলি, এক প্রকার প্রাণবাহী ফলপ্রদানকারী বৃক্ষ ও লতাপাতা তারা ও রিযিকের মুখাপেক্ষী যাদের কাজ হল মালিকের উপর নির্ভরশীলতা ও তার অনুগ্রহের প্রতি অপেক্ষামান থাকা, ফলে তাদের কাছে তাদের রিযিক দৌড়াইয়া আসে। যেখানে লোভের কোন স্বাক্ষর নেই। একিভাবে চিন্তা করি বনের প্রাণীদের নিয়ে তাদের কিন্তু বাচ্চারা সবচাইতে বেশি হয়। এখন এই প্রাণীদের যদি বুঝতে চেষ্টা করি। এরা অনেকটা লোভের তাড়নার কারণে তারা অনেক কষ্টের ও ক্ষতিগ্রস্থতার পর নিজে নিজে দৌড়িয়ে তারা তাদের খাবারের একটা বন্দোবস্ত করে। খাবার কিন্তু দৌড়ে আসে না বৃক্ষের ন্যায়। আরও একটু নিচে চিন্তা করি এই প্রাণীদের বাচ্চারা অনেক দুর্বল এবং তারা অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী সে জন্য তারা পরিস্থিতির ভাষায় নির্ভরতা করতঃ রহমতের গুদাম থেকে তাদের যে খাবারের ব্যবস্থাপনা হয় অথচ তাহা অনেক উত্তম ও পরিপূর্ণ। যদিও তাদের কোন কোন ক্ষেত্রে মা-বাবা চেষ্টা করে। কিন্তু চিন্তা কর লোভের সাথে রিযিক অন্বেষনকারী অন্যান্য প্রাণী যে কষ্টের পর তাদের খাবার অর্জনের তুলনায় এই শিশু প্রাণীগুলো অনেক অনেক সহজতর ভাবে তাদের খাবার খায়। আর এর ফলে অবশ্যই এটা প্রমাণ করে যে, লোভ মাহরূমের (বিতাড়নের) কারণ হয়, আর তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) আর অনুগ্রহ প্রিয় রহমতের মাধ্যম হয়।

এখন আরও দেখী মানুষের প্রেক্ষিতে কিভাবে এই ব্যাপারটা ঘটে, আর এটা হবে ইহুদীদের নিয়ে একদম সহজ কারণ তারা পৃথিবীতে বাসকারী সমস্ত জাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোভী ও এই লোভের সাথে সমস্ত দুনিয়াকে ভোগকারী ও দুনিয়ার মায়া-মমতায় ব্যাপৃত এই জাতি অনেক অনেক কষ্টের বিনিময়ে অর্জন করে খাবার, এমনকি স্বীয় ক্ষেত্রে যদি দেখে ফায়দা কম হচ্ছে বা তার গুদামে গুদামজাত হচ্ছে না তখন অবৈধ পন্থা 'রিবা (সুদ) এর ন্যায় নিয়মকে ব্যবহার করতঃ সমস্ত জাতীর কাছ থেকে অপদস্থ ও পেরেশানীর সূত্রে অর্জিত এবং হত্যার ন্যায় মন্দ কর্মে জড়িত ও খেয়ানতমুখী কার্যক্রম করতঃ সম্পদকে স্বীয় হস্তগত করিতে একটু ও ব্যতীত হয় না, যা এটাই প্রমাণ করে যে, লোভ আপদস্ততার, নিম্নেরস্থর ও ধ্বংসের মূল। এমনকি লোভী এক ব্যক্তির সর্বদা লোভের তরে সময় ব্যায় করার সম্পর্কে এত বেশী ঘটনাবলী রয়েছে যে, লোভী হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় اَلْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ (আল-মিদানি, মুজমাউল আমছাল ১/২১৪)।

লোভের ক্ষেত্রে এই কথাটি তথা লোভী হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাধারণের কাছে বাস্তবতার নিরিখে চলে আসছে। আর এটাই নিয়ম। যদি মাল-সম্পদ বেশী চাও, তাহলে লোভের দ্বারা নহে কানাআত (অল্পতুষ্টি) এর দ্বারা চাও। এমনিতেই সম্পদে ভরে যাবে। পরিতুষ্ট ও লোভী এই লোকগুলো দুই ব্যক্তির সাথে মিলে যায়। যারা হল এরকম যে, বড় কোন বাদশাহীর দরবারে তারা প্রবেশ করছে। আর একজন মনে মনে বলছে যে, আমাকে বাদশাহ কেবল কবুল করলেই হবে, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে আমি যেন বাহিরের এই প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে বাচতে পারি। আর ভিতরে যদি আমাকে একেবারে নিচের কোন ঠুল বা চেয়ার দেওয়া হয় আমার জন্যে অনেক বড় অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় লোকটি যেন তার এক রকম অধিকার রয়েছে, ঐভাবে কথা বলছে যে, যেন সকল লোক তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য এমন আত্মহংকারের সাথে সে বলছে যে, আমাকে তো অবশ্যই সকলের উপরের চেয়ার প্রদান করতে হবে এটা আমার অধিকার। ফলে লোকটি লোভের সাথে ভিতরে প্রবেশ করছে এবং তার চক্ষুকে সব সময় উপরের দিকে রেখে হাটছে ও যাচ্ছে। (নেতার অনুষ্ঠানে)। কিন্তু প্রাসাদের নেতা বা মালিক তাহাকে উপর থেকে ডেকে এনে নিচের চেয়ারে বসিয়েছে। যেখানে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা সেখানে উল্টো উল্লেখিত নেতা বা বাদশাহ মনে মনে ক্রদান্নীত হচ্ছে। ফলে সম্মান বা কৃতজ্ঞতা নহে ঠিক বিপরীত মালিক তাকে ভৎর্সনা করছে। তার সাথে আচরণ,ব্যবহারে কঠিন হচ্ছে ভাল ব্যবহার দেখাচ্ছে না। অন্যদিকে একজন সে একে বারে নিম্নের চেয়ারে বসতে চাচ্ছে তার এই অল্পতুষ্টিতা প্রাসাদের মালিকের প্রচন্ড ভালো লেগেছে। আর তাহাকে বলছে যে, না না আপনি নিচে নহে এখানে উপরে আসেন দয়া করে। আর উপরে আসার পর কৃতজ্ঞতা কমেনি অনেক বেড়েছে এবং গ্রহণীয়তা আনন্দকর ও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে যা সে কল্পনা করেনি।

অতএব এই দুনিয়াটা হল মহান আল্লাহর এক প্রাসাদ স্বরূপ আর পৃথিবীর উপরিভাগ হল রহমতের দস্তারখানা (খাবারের আগে বিছানো হয়) আর রিযিকের স্থর ও নিয়ামতের লেবেল সহ এগুলো হল এক চেয়ার স্বরূপ। এমনকি খুবই সাধারণ বিষয়াদীতেও সবাই লোভের মন্দ প্রভাব অনুভব করতে পারবে। যেমন:-

দুই ভিক্ষুক কোন কিছু যখন ভিক্ষা করতে চায় তখন, কিছুটা ভাব নিয়ে (লোভী হয়ে) কোন কিছু চায় এমন ভিক্ষুকের সাথে স্বভাবত শক্ত ভাষায় ব্যবহার করতঃ তাহাকে কিছু না দিয়ে, নম্রও সাবলীলভাবে ভিক্ষাকারীকে সদয় ও রহমতের দৃষ্টিতে কিছু প্রদান করা এটা সকলের মধ্যে জ্ঞাত একটা বিষয়।

যেমন আরেকটা দৃষ্টান্ত দেখী রাত্রীবেলা ঘুম চলে গেছে এখন যদি তুমি ঘুমাতে চাও তাহলে তোমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে হবে, ঘুম আসতে পারে। কিন্তু যদি তুমি লোভী কোন চিন্তা নিয়ে ব্যস্থ থাক, ঘুম আসবে না। এমন কি যদি বলতে থাক যে, শান্তির ঘুম, শান্তির ঘুম, কাজ হবে না।

যেমন আরেকটা উদাহারন দেখী, গুরূত্বপূর্ণ কোন ফলাফলের জন্যে কেউ লোভী মনোভাবের সাথে যদি অপেক্ষা করে আর জপতে থাকে যে, "খবর আসল না, খবর আসল না' তাহলে তোমার শেষ পর্যায়ভূক্ত ধৈর্যের মধ্যে যে মজার ফলাফল আপেক্ষিত ছিল এটা আর থাকে না ও তার স্বাধ নষ্ট হয়ে যায়।

এই বিষয়গুলোর সূক্ষ্ম জ্ঞান হল এই যে,

যেমন একটি একমেক (তুর্কি রূটি) কে পূর্ণ রূপ দিতে কারখানায় তার পূর্বে পন্য সামগ্রীকে একত্র করত: তার অস্তিত্ব তৈরী হয়। একইভাবে, কোন বস্তুর তৈরী হওয়ার পূর্বের একেক করে যে ধারাবাহিক প্রস্তুতি রয়েছে এটাও এক অনন্য হেকমতের উৎস। যাই হোক, এই রুটি তৈরির প্রাথমিক স্টেপ ও আসল ধারাবাহিক উৎসকে ছেড়ে দিয়ে যদি লোভের বশীভূত হয়ে রূটিকে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে কিন্তু লোভই প্রাধান্য পায় আসল রূটি আর পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে তৈরী হবে না, হয় তার পণ্য সামগ্রীকে মিশ্রণে ত্রুটি হবে, না হলে তার চাপ সৃষ্টি করত যে আসল রূপ তৈরী হয় তা আর হবে না। মাকসাদ নষ্ট হবে। আর এর জন্যে দায়ী লোভকে প্রাধান্য দেওয়া।

সুতরাং হে জীবন জীবিকার জন্যে আনাড়ী হওয়া ব্যক্তি, হে দুনিয়ার লোভে মাতাল হওয়া বন্ধুরা, আমার ভাইয়েরা। লোভ এই পরিমাণ অনিষ্ট হওয়া বস্তু সত্ত্বেও কিভাবে তুমি এই লোভের রাস্তায় সকল অপদস্থতাকে সহ্য করে হারাম হালালকে পার্থক্য না করে সকল প্রকার সম্পদকে গ্রহণ করে এবং পরকালীন জিন্দেগীতে একান্ত আবশ্যক অনেক অনেক বস্তুকে বিসর্জন দিচ্ছ। এমনকি, ইসলামের রূকন সমূহের গুরূত্বপূর্ণ যাকাত কে লোভের কারণে ছেড়ে দিচ্ছ? ------ অথচ যাকাত হল প্রত্যেকের জন্যে বরকতময় ও মুসিবত দূরীকরণে মাধ্যম হিসেবে সুনিশ্চিতভাবে কাজ করে, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, যাকাত যদি দেওয়া না হয় তাহলে যে অংশ যাকাতের ছিল ঐ অংশটা এমনিতেই বের হয়ে যাবে। নতুবা অপ্রয়োজনীয় স্থানে প্রদান করবে। নতুবা কোন বিপদ এসে ঐ যাকাতের অংশটা নিয়ে যাবে। এটা থাকবে না ও রাখা অসম্ভব কারণ এটার মালিক ঐ ব্যক্তি নহে।

বাস্তবতার ন্যায় এক স্বপ্নে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ৫ম বছরে এক বিস্ময়কর স্বপ্নে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, মুসলমানদের উপরে আগত এই ক্ষুধা, এই সম্পদের হাতছাড়া হওয়া ও মুসাক্কাতে বাদানীয়া (শারীরিক অবনতী) এর কারণটি আসলে কি?

স্বপ্নের মধ্যে বলেছিলাম যে, মহান রাব্বুল আলামীন এক শ্রেণীর সম্পদ থেকে এক দশমাংশ (প্রত্যেক বছর গমের ন্যায় মালসমূহ থেকে বছরে একবার) নতুবা এক শ্রেণীর মাল থেকে এক চল্লিশাংশ (১/৪০ অংশ হল= প্রত্যেক বছর নতুন অর্জিত মাল থেকে ব্যবসায়িক ফায়দাকৃত বা প্রাণীর শ্রেণীভূক্ত থেকে ৪০ থেকে ১০ প্রদানকরণ) মহান মালিকের প্রদত্ব সম্পদ থেকে প্রদান করা যাকাত চেয়েছিলেন। যাতে আমরা গরীব দুঃখীদের দোয়া পেতে পারি এবং নফসকে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করতে পারি। আর আমরা কি করলাম! লোভের ভষিভূত হয়ে আমাদের খাবারের অংশ বা লাভ মনে করে আমরা ঐ যাকাত দেই নাই। মহান আল্লাহ স্তুপীকৃত মালের যাকাত ৪০ এর মধ্যে ৩০ অংশ আর ১০ এর মধ্যে ৮ অংশ নিয়ে নিয়েছেন। যেখানে ৪০ এর ১০ আর ৩০ এর মধ্যে ২ অংশ দেবার কথা ছিল।

একিভাবে প্রত্যেক বছর ৭০ টির ও বেশি হেকমতের কারণে আমাদের কাছে বছরে ১ মাস না খেয়ে রোজার হুকুম দিয়েছিলেন। আমরা নফসের কথামত চলে অল্প ও সীমিত সময়ের কষ্টটা গ্রহণ করি নাই। ফলে জনাবে রাব্বুল-আলামীন শাস্তি স্বরূপ ৭০ রকমের মুসিবতের ন্যায় এক রকম পাঁচ বছর যাবৎ আমাদেরকে না খাইয়ে রোজার মত রাখিয়েছেন।। আবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ১ ঘন্টা আমাদের থেকে নুরানী ও উপকারী,উত্তম ও উজ্জল এক এক প্রকার শিক্ষণীয় ইবাদত চেয়েছিলেন কিন্তু আমরা অলসতাকে গুরূত্বারোপ করে ঐ নামাজ কালামকে তার স্থলে রাখি নাই। আর একটি ঘন্টাকে ২৩ ঘন্টার ন্যায় ও অপচয় করেছি। ফলে আল্লাহ

আমাদেরকে এর কাফ্ফারা স্বরূপ ৫ বছর শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্যে দৌড়াইয়া নামায পড়তে বাধ্য করেছিলেন এভাবে বলেছিলাম।

পরে ভাবলাম, চিন্তা করলাম, এবং বুঝলাম যে, ঐ কল্পনার স্বপ্নের মধ্যে অত্যান্ত গুরূত্বপূর্ণ বাস্তবতা ছিল। পঁচিশতম কালেমায় (বাণী কিতাবে) কোরআনের হুকুমের সাথে আধুনিকায়নের ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনায় প্রমাণ ও বর্ণিত হওয়াতে এখানে এটুকু বলব যে মানুষের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে সমস্ত চরিত্রহীনতা ও মিশ্রিত অকপটতার মূলে দুটি গুরূত্বপূর্ণ বাক্য রয়েছে,

১। আমার ক্ষুধা নেই অন্যের ক্ষুধার্ত হওয়াতে আমার কি?

২। তুমি কাজ কর আমি কাজের মুখাপেক্ষী নহি।

এই দুটি কালেমা (বাক্য) রিবার (সুদের) উৎসাহকারী আর যাকাত বর্জনের উৎস হিসেবে কাজ করে ।

তাই এই দুটি অনাকাঙ্খিত সামাজিক রোগের ঔষধ হল কেবল একটাই যা হল যাকাত প্রদানের চলন, উপর থেকে নীচের সর্বস্থরে যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সুদ যেন নিষিদ্ধ করা হয়। আর অবশ্যই এই জন্যে যে, কেবল কিছু ব্যক্তিদের ও গ্রুপ বা জামায়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এটা যেন জনগণের ঠিক মধ্যখানে সার্বজনীনভাবে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নহে এমন এবং জনগণের সামাজিক সফলতার যেন একটি একান্ত জরূরী রূকন হিসেবে এবং মানব সমাজের প্রত্যেক পদে পদে যেন মর্যাদাপূর্ণ এক খুঁটি ও ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও থাকে। কেননা মানুষের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ দুটি ব্যক্তিক্ষেন্দ্রিক স্থর রয়েছে। বিশেষ ব্যক্তিদের থেকে সাধারণ জনগণকে দয়া ও অনুগ্রহের প্রদর্শন; এবং সাধারণ জনগণ থেকে বিশেষ সম্মানী ব্যক্তিদেরকে মর্যাদা ও বিশ্বাস প্রদর্শনের এক মূল্যবান উৎস হল যাকাত। নতুবা উল্লেখিত সাধারণ লোকের উপর জুলুম ও অন্যায়ের প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে বিশেষ লোকের প্রতি সাধারণ লোকের হিংসা ও বিদ্বেষ তৈরী হবে। দুটি মানব সভ্যতার স্থর একে অপরের সাথে সব সময় আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত ধুম্রজালের ন্যায় এক মতভেদে ব্যস্থ থাকবে। এরকম চলতে চলতে রাশিয়ার মধ্যে যা সংঘটিত হয়েছে তার ন্যায় অন্যায় ও আনাচারের প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে জাতি পিছলে থাকার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে-----।

এই দয়া ও কৃপা প্রদানের চিন্তাকারী হে বখীল ও হে অনুগ্রহের হুংকার প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগন!

পরোপকার, যদি যাকাতের নামে না হয় তাহলে ৩টি ক্ষতি রয়েছে। মাঝে মাঝে ঐ বদান্যতা উপকারে আসে না। কারণ আল্লাহর নামে দান না করার কারণে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যা আসা করিতেছ, তা আর পূর্ণতায় আলকিত হবে না। কারণ, তোমার অন্তর ক্ষুধার্ত রয়ে গেছে প্রশান্তহীন রয়ে গেছে। অন্যদিকে বেচারা অভাবী লোকটাকে আশাবাদী অবস্থায় থাকার জন্যে তাহাকে জুলিয়ে রাখছ। আর মাকবুল হওয়ার কথা যে দোয়া, সেটাও পাইতেছ না। এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। আবার মহান মালিককে প্রদত্ত মাল থেকে দান করার কথা এটাকে নিয়ম-মত দান না করে নিজেকে অহংকারী লিষ্টে লিপিবদ্ধ করে নিজে নিজেকে এই মালের মালিক মনে করে, নেয়ামতের অস্বীকার করচ্ছ।

হাঁ, ঠিক এই কাজটি যদি যাকাতের নামে দান করা হয়, তাহলে প্রথমত আল্লাহর নামে দেবার কারণে ছোয়াব অর্জন করতেছ। আবার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে প্রদর্শন করতেছ। আবার ঐ মুখাপেক্ষী গরীব লোকটিকে তোমার কাছে সে ছোট লোকের মত এসে যাকাত গ্রহণ না করায় তাহাকে সাহায্য করতেছ, যেন সে তার

পাওনা নিতেছে এমন আচরণ করার কারণে তোমার মনের যে সম্মান ভাব রয়েছে সেটাও নষ্ট হল না এবং পবিত্র ও মাকবুল দোয়া থেকে তুমি বঞ্চিতও হলে না।

এখন চিন্তা করার ব্যাপার যে, অনেক বেশি নফল ইবাদাত ও অনুগ্রহ বা আন্য কোন পন্থায় প্রদান করা লোক দেখানোর লোভে প্রচার-প্রসার এর ন্যায় দয়া ও লাঞ্চনার ন্যায় অগণিত দূরাবস্থা অর্জন কোথায়? আর যাকাতের নামে প্রদান করতঃ দান খয়রাত এবং মানুষের বালাই করা যেমন ফরজ আদায় করা, ছোয়াব অর্জন করা আত্মশুদ্ধিতা তৈরী করা, মাকবুল দোয়ার সফলতা কোথায়? অবশ্যই এ দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। রেফঃ মাকতুবাত ২৭১

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

-তুমি পবিত্রআমরা কোন কিছুই জানি না !, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন (সেগুলো ব্যতীত), হেকমতওয়ালা। (বাকারা ৩২)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۨالَّذِى قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَ قَالَ اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِينَ اٰمِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

উপসংহার

গীবতের আলোচনা

بِاسْمِهٖ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

পঁচিশতম কালেমার প্রথম শুলার প্রথম শু'য়ার পঞ্চম নোকতার যিম্ম এবং যিজর এর স্থানে (মন্দ আলোচনার বিষয়ে সমস্যাপূর্ণ) যে মাসআলা সমূহ আলোচনা হয়েছে এগুলোর পাশে আলোচ্য অকাট্য আয়াত কে এখানে ছয়টি অংশরূপে ব্যাখ্যার আওতায় আনা হয়েছে। কোরআনের দৃষ্টিতে গীবত কি পরিমাণ মন্দ, খারাপ একটা জিনিস বর্ণিত হওয়ার পর নতুন করে আলোচনার গুরুত্ব মোটেও নেই। যাই হোক,

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا

তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? (হুজরাত ১২)

আলোচ্য আয়াতে ছয়টি স্তরের মন্দ কুপ্রথাকে মন্দ বলে স্পষ্ট করা হয়েছে। গীবতকে ছয়টি শক্তিশালী লেভেল থেকে প্রতিষ্ঠা হয় তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াত গীবতকারী যখন পরনিন্দা করে তখন তার রূপ কেমন হয় নিম্নে আসছে। এটা সবাই জ্ঞাত যে,

উক্ত আয়াতের প্রথমেই যে হামযা রয়েছে এবং তার মধ্যে যবর হরকত রয়েছে উচ্চারণে "আ, হবে এটা হল প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আর এই প্রশ্নবোধকটা পানির ন্যায় প্রত্যেকটি আগত শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর প্রত্যেকটি কালেমাতে অনিষ্ট কাজের ধমকি হুকুম রয়েছে এই জন্য যে আমল করা যা সরাসরি নিষিদ্ধ।

অতএব, **প্রথম কালেমা**- হামযার সাথে শুধু ‘আ, বলে। এর অর্থ দাড়াচ্ছে প্রশ্নের জবাব স্থলে তোমাদের কি জ্ঞানবুদ্ধি নাই যে ঐ পরিমাণ নিকৃষ্ট বিষয় বুঝতেই পারচ্ছ না।

দ্বিতীয় কালেমা يُحِبُّ শব্দের দিকে ইঙ্গিত করত আবার প্রশ্নের উত্তর যেন এমন যে, পছন্দ করা ও অপছন্দ করার যে মূল স্থল হল কৃলব (অন্তর) এটা কি তোমাদের বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, একেবারে নিকৃষ্ট একটা কাজকে পছন্দ করে।

তৃতীয় কালেমা اَحَدُكُمْ এই কালেমার দ্বারা বলচ্ছে যে সামাজিক আধুনিক জিন্দেগীর কী হল যে আনুষ্ঠানিকভাবেও কি তোমরা বুঝতে পারছ না যে, এমন বিশ্রী কিছু কাজ করচ্ছ যা তোমাদের জীবনের জন্য এক বিষাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করচ্ছে।

চতুর্থ কালেমা– اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ উক্ত কালেমার দ্বারা আয়াত বুঝাতে চাচ্ছে যে, মানবতার কি হল যে, ঐ রকম হিংস্র প্রাণীর সব স্বীয় বন্ধুকে আপন দাঁত দিয়ে টুকরা টুকরা করচ্ছে?

পঞ্চম কালেমা– اَخِيْهِ উক্ত কালেমা বলচ্ছে যে, এক জাতের জাত, একি বন্ধনের আত্মীয়তার বন্ধন, কি? তোমাদের মাঝে নেই যে, এ রকম আপন প্রিয় ভাই এর আধ্যাত্মিকতার বিরূদ্ধে আচরণ করতঃ তাহাকে অন্যায়ভাবে চিবাচ্ছ। এবং এই পরিমাণ জ্ঞান বুদ্ধিও কি লোপ পেয়েছে তোমাদের এটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছ না যে, স্বীয় দেহের একাংশকে কিভাবে স্বীয় দাঁত দিয়ে এভাবে কামড়াচ্ছ?

ষষ্ঠতম কালেমা– مَيْتًا এই শব্দের দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদের মানবিক বিবেক কোথায়? স্বভাবজাত মানবতা কি হারিয়ে ফেলেছ? এক সম্মানী প্রাণির অবস্থার স্বীয় ভায়ের গোস্তকে খাবারের ন্যায় নিকৃষ্ট এক কাজ করতেছ?

অর্থাৎ এই আয়াতের ভাবসম্প্রসারণের দ্বারা ও পৃথক পৃথক শব্দাবলীর প্রমাণ দ্বারা অনিষ্টতা ও গীবত (পরনিন্দা) বুদ্ধির সাথে ও আন্তরিকভাবে মানুষ হিসেবে ও মানবের মানবিকতার সাথে এবং স্বভাবজাত ও ব্যক্তিগতভাবে (মানুষ পৃথক এক সৃষ্টির জাত) হিসাব এমনটি করা এটা খারাপ, মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ।

সুতরাং দেখ! এই আয়াত কিভাবে অলৌকিকভাবে ছয়টি মন্দ অভ্যাসকে রেকর্ড করে আকস্মিকভাবে ছয়টি অন্যায়কে না করতে ধমকি দিচ্ছে।

গীবত হল বিদ্বেষ পরায়নকারী, হিংসাকারী ও একগুয়েমী লোকদের খুবই ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত ও ছোট একটি অস্ত্র স্বরূপ। মান সম্মানী কোন ব্যক্তি এই নিকৃষ্ট অস্ত্র কখনও ব্যবহার করতে পারে না। আর এটা প্রসিদ্ধ এক ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন যে,

أُكَبِّرُ نَفْسِى عَنْ جَزَاءٍ بِغِيْبَةٍ * فَكُلُّ اِغْتِيَابٍ جَهْدُ مَنْ لَا لَهُ جَهْدٌ

(দেওয়ানে মুতানাব্বি ১৯৮)

অর্থাৎ আমার দুশমনকে গীবতের দ্বারা শাস্তি না দিয়ে নিজের উচ্চ স্থরে আমি তুলে রাখব নিচে নামাব না, কারণ গীবত, দুর্বলতা, অবসস্থতা, এবং নিম্নগামী হওয়া এক অস্ত্র মাত্র।

গীবত হল এটা যে, যার গীবত করা হয় সে যদি উপস্থিত থাকে বা শুনে তার বিপরীত এমনটি বলা । তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে রাগান্বিত হওয়ার কথা। যদি সত্য ও বলা হয় এটাও গীবত আবার মিথ্যা হলেও গীবত (মুসলিম, বির ৮০/ তিরমিজি ৩৬, আঃ দঃ) । আবার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি উপস্থাপন ইঙ্গিত ব্যবহারে কিন্তু এটার বাস্তবতা বিদ্যমান নহে। এমনটি করাও গীবত। এবং গীবত করা হল দুইতলা বিশিষ্ট নিকৃষ্ট এক গুনাহ" (নববি, আযকার ৩৬৬)

* গীবত বিশেষ কিছুক্ষেত্রে জায়েজ হতে পারে *

১ নং– কোন ব্যক্তিকে আপত্তি জানানোর ন্যায় বলা যে, যেন তাহাকে সাহায্য করতঃ অসুন্দর ও অমার্জিত অবস্থা তাহার থেকে দূরীভূত হোক এবং অধিকারের নায্যতা ভোগ করুক। (ছাত্র)

২নং– কেউ অন্য কাহার ও সাথে মিলিত ব্যবসা করতে চায়। আর এই জন্যে তোমার সাথে সে পরামর্শ করতঃ সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তুমি তখন কেবল পরিশুদ্ধতা ও ন্যায় সঙ্গতা বজায় রেখে তাহাকে বলবে এবং পরামর্শের হক্ব ও আদায় করবে এই বলে যে "তার সাথে যুক্ত ব্যবসা করনা কারণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।" (পূর্ব যোগ্যতা)

৩নং– উদ্দেশ্য তুচ্ছতা এবং হীনতা নহে বরং উদ্দেশ্য হল পরিচয় ও প্রসংশার জন্যে এমনটি বল যে, "লোকটি অমুক স্থানে গিয়েছে" (ইবনে মাজাহ, আদব ৩৮) (সত্যটা এরকম আমি আগে থেকে জানি)

৪নং– যদি গীবত করা এমন ব্যক্তি হয় যে ফাসিকে মুতাজাহির (গোনাহ করার পর কৃত্বিত্ব মনে করে) অর্থাৎ যে লোকটি মন্দ কর্মকান্ড থেকে বিরক্ত হচ্ছে না বরং কৃতকর্মকে তার জন্যে গর্ভের মনে করে। জুলুমের স্বাধ ভোগ করছে। ধারাবাহিকভাবে অন্যায় অভিচারে লিপ্ত। (বায়হাকি, সুনানে কুবরা ১০/২১০) (গুনাহে আকৃষ্ট ব্যাক্তি)

সুতরাং এই বিশেষ অবস্থাগুলোকে বিশুদ্ধতা ও উপকারের নিয়াতে গীবত করা জায়েজ হতে পারে। নতুবা গীবত অগ্নি যেমন কাঠের অংশ শেষ করে ফেলে, গীবত তেমনি আমালে ছালিহাকে মিটিয়ে ফেলে। যদি কেউ গীবত করে অথবা ইচ্ছাকৃত গীবত শুনে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَ لِمَنِ اغْتَبْنَاهُ (সুয়ুতি, ফাথহুল কাবির ১/৮৪)

এই দোয়া যেন সাথে সাথে পড়ে। তারপর যার গীবত করেছে দেখার সুযোগ হওয়ার সাথে সাথে যেন মাফ চেয়ে নেয়, অধিকার তুলে নেয়। রেফঃ মাকতুবাত ২৭৫